যায়যায়দিন

তারিখ 31 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

শিক্ষার মানে রাবির বিভাগগুলোর চেয়ে ইন্সটিটিউটগুলো এগিয়ে

আলী আজগর খোকন রাবি

ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাক্ষী দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা ইন্সটিটিউটগুলো অনেক এগিয়ে থাকলেও পিছিয়ে রয়েছে ৪৭টি বিভাগ। ব্যক্তিগত স্বার্থ আর রাজনৈতিক ছন্দের গ্যাড়াকলে পড়ে শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাদানে সন্তোষজনক ভূমিকা রাখতে পারছে না বিভাগগুলো। অথচ বিভিন্ন সুবিধা ও জনবল তুলনামূলক কম থাকার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউটগুলো শিক্ষা ও গবেষণায় অনেক এগিয়ে রয়েছে। শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী ও সুধীমহলের দাবি, ইন্সটিটিউটগুলোর তুলনায় বিভাগগুলোর শিক্ষকরা নিজ বিভাগে ক্লাস কম নেন। তারা অধিক মুনাফা লাভের আশায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। দলবাজির কারণে মৌলিক গবেষণায়ও তারা সময় দিতে পারছেন না। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কট্টরভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকায় খারাপ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

সূত্রমতে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে উচ্চতর গবেষণার জন্য ৫টি ইন্সটিটিউট রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ইন্সটিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস), ইন্সটিটিউট অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্স (আইবিএসসিসি) ইন্সটিটিউট অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স (আইইএসসি), ইন্সটিটিউট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ) ও ইন্সটিটিউট অফ এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (আইইআর)। ১৯৭৪ সালের ২৪ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনোদপুর গেট সংলগ্ন পূর্বদিকে প্রতিষ্ঠিত হয় আইবিএস। দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। শুরু থেকেই এটি বাংলাদেশের জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে মৌলিক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছর এখান থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষক এমফিল, পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছেন।

জাতীয় জীববিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে গবেষণা করে নতুন প্রজাতি উদ্ভাবন ও বিরাজমান সমস্যা সমাধানে কার্যকর বিষয় বের করার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্সটিটিউট অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্স। উচ্চতর গবেষণা আর উদ্ভাবনে আজ এটি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পেয়েছে। এটি একটি কো-অর্ডিনেটিং গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করে। একবিংশ শতাব্দীকে জাতিসংঘ 'বায়োটেকনোলজি তথা লাইফ সায়েন্স' শতাব্দী ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রতিষ্ঠানটির চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। এখানে রয়েছে বায়োটেকনোলজি নামে ৩টি সমৃদ্ধ ল্যাব। রয়েছে ইন্টারনেট সংযোগসহ অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত এখান থেকে শতাধিক এমফিল, পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোলাবরেটিভ লিংক প্রোগ্রাম করে থাকে এ ইন্সটিটিউট। বায়োসায়েন্স নামে একটি জার্নাল বের করা হয় এ প্রতিষ্ঠান থেকে, যা সার্কভুক্ত দেশগুলোতে সরবরাহ করা হয়। যুগের চাহিদা মেটাতে এ প্রতিষ্ঠানকে অতিসত্বর 'ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ইন বায়োসায়েন্স'-এ পরিণত করা হবে বলে প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে।

পরিবেশ সম্পর্কিত অতিগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যু সম্পর্কে যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধানে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় আইইএসসি। পরিবেশ দূষণের কারণ, ফলাফল ও তা সংরক্ষণে কার্যকর উপায় ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ইন্সটিটিউটটি। এটি দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লিংক প্রজেক্ট করে থাকে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, এনিম্যাল হাজবেন্ডারি, কৃষি ও শিল্প সম্পর্কে গবেষণা করা হয় এ ইন্সটিটিউটে। এখানে রয়েছে এনভায়রনমেন্টাল মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব, এসডিসি আইএস ল্যাব। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সিট স্বল্পতার কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হওয়ার সুযোগবঞ্চিত বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থীর বিজনেস এডুকেশন গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের লক্ষ্য নিয়ে ২০০৫ সালে চালু হয় আইবিএ। বর্তমানে এর আওতায় ইভিনিং, ডে, এমবিএ ফর বিবিএ গ্র্যাজুয়েট এবং একজিকিউটিভ এমবিএসহ মোট ৪টি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে।

এছাড়া উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণা ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের লক্ষ্যে ২০০০ সালে আইইআর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটিও উচ্চশিক্ষায় গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণার সার্বিক মান উন্নত করতে এ ইন্সটিটিউটগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। অথচ সরেজমিন এসব ইন্সটিটিউটে পর্যাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারী সঙ্কট দেখা গেছে।

সীমাবদ্ধতা আর সঙ্কট সত্ত্বেও যেখানে ইন্সটিটিউটগুলো শিক্ষা ও গবেষণায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলছে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলো সাম্প্রতিক সময়ে লেখাপড়ার মান উন্নয়নে সন্তোষজনক ভূমিকা পালন করতে পারছে না বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। বিভাগগুলোতে তুলনামূলক পর্যাপ্ত শিক্ষক, প্রয়োজনীয় লোকবল ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির সরবরাহ থাকার পরও শিক্ষকদের জবাবদিহিতা না থাকা, মানসিকভাবে অভাবগ্রস্ত হয়ে অধিক অর্থ লাভের আশায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং অতিমাত্রায় কট্টর নোংরা রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় বিভাগগুলোর শিক্ষার মান দিন দিন কমে যাচ্ছে। একই কারণে বড় ধরনের সেশনজটের কবলে পড়ছে শিক্ষার্থীরা।

ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটছে এবং শিক্ষার প্রত্যাশিত মান অর্জিত হচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক-শিক্ষার্থীই অকপটে এ কথা স্বীকার করেছেন, বিভাগগুলোর শিক্ষার মান নিঃসন্দেহে দিন দিন কমছে। দলীয় বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ দেয়াকেও অনেকে দায়ী করেছেন।

তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভাগগুলো খুব বেশি পিছিয়ে রয়েছে- এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ভিসি (অতিরিক্ত দায়িত্বে) প্রফেসর ড. মামনুনুল কেরামত। তিনি বলেন, ইন্সটিটিউটগুলো যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সে তুলনায় বিভাগগুলোও এগিয়ে যাচ্ছে। আইবিএর শিক্ষক ড. হাসানাত আলী বলেন, এটা ঠিক যে, আইবিএতে শিক্ষার মান একবাক্যে ভালো।